স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষা-৮

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও হাইজিন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর ২০২২

CEGIS
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

সমীক্ষা ৮: স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও হাইজিন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

সূচিপত্র

ক. প্রারম্ভিক ১

খ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১

গ. স্যানিটেশন ও হাইজিন সম্পর্কিত পলিসি ও প্রোগ্রাম ১

ঘ. প্রকল্প এলকার বর্তমান অবস্থা (বেইজলাইন) ২

ঙ. প্রচলিত পদ্ধতি ও কার্যক্রম (বিসিসি ও আইসি ম্যাটারিয়ালস) ৫

চ. টেকসই যোগাযোগ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ ৯

ছ. নমুনা বিসিসি ও আইসি ম্যাটারিয়ালস ১০

জ. সুপারিশসমূহ ১০

ক. প্রারম্ভিক

বাংলাদেশে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর অনেক মানুষ বিভিন্ন ধরণের রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়। ভালো স্বাস্থ্যবিধি আচরণ মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ রাখার এবং বিভিন্ন প্রকার রোগের বিস্তার বন্ধ করার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে ব্যয় করা হয় তা অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এগুলো অনেকাংশে মানতে চাননা যার অন্যতম কারণ হল অসচেতনতা। গ্রামাঞ্চলে আগের তুলনায় এখন অনেক মানুষ টয়লেট ব্যবহার করে তবে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা যেমনঃ টয়লেট থেকে বের হবার পর স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধোয়া, খাবার আগে ও পণ্ডে হাত ধোয়া, বাচ্চা লালন পালনের সময় হাত পরিস্কার করা, খালি পায়ে টয়লেটে প্রবেশ না করা ইত্যাদি কাজে অনেকের অনাগ্রহ দেখা যায়। বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন এনজিও এবং আইএনজিও নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে ৫ বার হাত ধোয়ার অভ্যাস, খোলা জায়গায় টয়লেট না করা, এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারসহ নানা প্রোগ্রাম। এসকল প্রোগ্রাম অনেকাংশে সফল আবার কিছু সময় যাওয়ার পর আগের অভ্যাসে মানুষকে ফিরে যেতে দেখা যাচ্ছে। তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার যার যাতে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়।

খ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তার আলোকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও জন্য ইতোমধ্যে কি কি প্রোগ্রাম আছে তা বোঝার চেষ্টা করা এবং সর্বোপরি নতুন কিছু স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক কমিউনিকেশন টুলস যেমনঃ পোস্টার, ব্যানার, পথনাটক, এবং এ্যাডভারটাইজমেন্ট ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও পরামর্শ প্রদান করা।

গ. স্যানিটেশন ও হাইজিন সম্পর্কিত পলিসি ও প্রোগ্রাম

নিরাপদ পানিসরবরাহও স্যানিটেশন জাতীয়নীতি- ১৯৯৮

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অপরিহার্য। সরকারের লক্ষ্য হল একটি সাশ্রয়ী মূল্যে সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন পরিসেবা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জন ও নিশ্চিত করতে জাতীয় নীতিমালা গৃহীত হয়েছে যার অন্যতম লক্ষ্য হল ন্যায়সঙ্গত উপায়ে টেকসই এবং নিরাপদ পানির ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।

এই জাতীয় নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ

- ক) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মৌলিক স্তরের পরিসেবাগুলোতে সমস্ত নাগরিকের অংশগ্রহণ সহজতর করা;
- খ) পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবহারে আচরণগত পরিবর্তন আনা;
- গ) পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাসকরা;
- ঘ) স্থানীয় সরকার এবং সম্প্রদায়ের সক্ষমতা তৈরি করা যাতে সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা যায়;
- ঙ) টেকসই পানি এবংস্যানিটেশন পরিসেবাসমূহের প্রচার;
- চ) ভূ-পরিষ্থ পানির যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং অপব্যবহার প্রতিরোধ করা;
- ছ) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

এই নীতিমালার আলোকে ডিপিএইচই বেশকিছু পদক্ষেপ ও গ্রহণ করে। বিশেষত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অভ্যাস পরিবর্তনের এই নীতিমালায় পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবহারে আচরণগত পরিবর্তন আনয়ন এবং টেকসই পানি এবং স্যানিটেশন পরিসেবার প্রচারের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে টেকসই পানি এবং স্যানিটেশন ও হাইজিনের জন্য অধিকতর কার্যক্রমকে নির্দেশ প্রদান করে।

<u>পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন এর জন্য জাতীয় কৌশল- ২০১৪</u>

বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এর উপর উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। সরকার টেকসই জাতীয় উন্নয়নের জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের সমর্থনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে; টেকসই উন্নয়নের (২০৩০) লক্ষ্যে সরকার ২০১৫-পরবর্তী জাতিসংঘের যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নিরাপদ এবং টেকসই স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি এবং পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। এসকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন' এর জন্য 'জাতীয় কৌশল- ২০১৪' প্রণয়ন করে। এই জাতীয় কৌশলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সরকারসহ সকল সেক্টও ও স্টেকহোল্ডারদের একটি অভিন্ন কৌশলগত নির্দেশিকা প্রদান করা যার মাধ্যমে পানি ও তৎসম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনে সকলে একত্রিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এ লক্ষ্যে এই নীতিমালায় বেশ কিছু নীতিগ্রহণ করা হয় যা এই কৌশলের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নীতিগুলো হলঃ

১. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা।
২. জলকে জনসাধারণের কল্যাণ হিসাবে বিবেচনা করা যার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মূল্য রয়েছে।
৩. সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানীয় জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. সমস্ত ওয়াশ উন্নয়নের জন্য জল সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি উপাদানগুলোর প্রচার করার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা।
৫. ওয়্যাশ পরিসেবার সমস্ত পর্যায়ে একটি অংশগ্রহণমূলক, চাহিদাযুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা।
৬. সমস্ত ওয়াশ কার্যক্রমে লিঙ্গভিত্তিক সমতাকে গুরুত্ব প্রদান করা।
৭. আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকা, নাগালের কঠিন এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিসেবাগুলিতে সমতা নিশ্চিত করা।
৮. জলাবদ্ধ এলাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের বিরূপ প্রভাব থেকে মানুষের স্বাস্থ্য এবং জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সুবিধাগুলো রক্ষা করা।
৯. কঠিন এবং তরল বর্জ্য থেকে সম্ভাব্য সম্পদ ব্যবহার করা।
১০. প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক চাহিদা মোকাবেলায় উদ্ভাবনী প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করা।
১১. সেবা প্রদানের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১২. গুণগতমান এবং পরিসেবার মান উন্নত করার জন্য ধীরেধীরে পদ্ধতি গ্রহণ করা।
১৩. বেসরকারী খাতের বর্ধিত অংশগ্রহণের জন্য প্রচার ও প্রচারনা অব্যাহত রাখা।

ঘ. প্রকল্প এলকার বর্তমান অবস্থা (বেইজলাইন)

<u>বসতভিটা এলাকা পরিষ্কার</u>

জরিপ হতে থেকে দেখাযায় যে প্রায় ৭৮.৬৭% মানুষ তাদের বাড়িঘর এবং এর আশেপাশের এলাকা ঝাড়ু দিয়ে দিনে এক বা দুবার পরিষ্কার করে। এছাড়া প্রায় ২০% পরিবার সপ্তাহে একবার বা দুবার বা দিনে একবার ঘর মুছে পরিষ্কার করে।

সারণী: বসতভিটা এলাকা পরিষ্কার করতে ব্যবহিত উপায় ও শতকরা হার

উপায়	পাইলটগ্রাম (%)	নমুনাগ্রাম (%)
দিনে একবার বা দুবার ঝাড়ু	৭৮.৬৭	৭৭.১৪
ঘর মোছা দিনে এক থেকে দুবার বা সপ্তাহে একবার	১৯.৯১	২১.৩১
কাদামাটির প্রলেপ	১.৪২	১.৫৫

হাত ধোয়ার অভ্যাস

জরিপকৃত এলাকায় অধিকাংশ মানুষ হাত ধোয়ার ব্যাপারে সচেতন। অধিকাংশ মানুষ যখন হাত ধোয়ার প্রয়োজন মনেকরে তখন উভয়হাত ধোয়; তবে পাইলট এবংনমুনা গ্রামে যথাক্রমে ১৯.০৬% এবং ২১.৩১% মানুষ একসাথে উভয় হাত ধোয়না। তারা প্রয়োজন মনে করলে শুধুমাত্র একটি হাত ধোয়ায় অভ্যস্থ।

সারণী: উভয় হাত ধোয়ার অভ্যাস

উভয় হাত ধোয়ার অভ্যস্থ	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
হ্যাঁ	৮০.৯৪	৭৮.৬৯
না	১৯.০৬	২১.৩১

খাবার গ্রহণের আগে

প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের সাবান দিয়ে কখন হাত ধুতে হয় তা জানা আছে। কিন্তু কার্যত দৈনন্দিন অনুশীলনে তাদেও প্রায় অর্ধেক (৪৭.৫৩% এবং ৪৪.৫৯% পরিবার যথাক্রমে পাইলট এবং নমুনাগ্রামে) খাবার গ্রহণের আগে নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ায় অভ্যস্থ।

সারণী: খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার জন্য সাবান ব্যবহার এর অভ্যাস

সাবানের ব্যবহার	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
নিয়মিত	৪৭.৫৩	৪৪.৫৯
কখনও কখনও	৪৬.৮০	৪৮.৬১
কখনও না	৫.৬৭	৬.৮০

সাধারণ মানুষ মলত্যাগ এবং প্রস্রাব করার পরে, রান্না করার আগে এবং পরে, এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস রয়েছে।

সারণী:হাত ধোয়ার উদ্দেশ্য

হাত ধোয়ায় উদ্দেশ্য	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
রান্নার আগে এবং পরে	২৬.৭২	২৬.৩৬
বাড়ির বাইরে কাজ শেষ করার পরে	২৪.৮৯	২৪.৬৩
বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে	১৪.৬৫	১৫.১১
অন্যান্য (খাওয়ার আগে এবং পরে)	৩৩.৭৬	৩৩.৯

হাত ধোয়ার পানি সংরক্ষণ

পাইলট গ্রামে ৫০ % এর একটু কম এবং নমুনাগ্রামের ৫০ % এর একটু বেশি পরিবার হাত ধোয়ারজন্য জল সংরক্ষণ করেনা। যে সমস্ত পরিবার পানি সঞ্চয় করে, তাদের মধ্যে পাইলট গ্রামে ৩৬.৬১ % এবং নমুনা গ্রামে ৩১.৮৩ % পরিবার সংরক্ষণের জলের পাত্রটি ঢেকে রাখেনা। শুধুমাত্র ৬.৬৬% এবং ৬.৭৩% পরিবার যথাক্রমে পাইলট এবং নমুনা গ্রামে ঢাকনা দিয়ে জলসংরক্ষণের পাত্রটি ঢেকে রাখে।

সারণী: হাত ধোয়ার জন্য জল সঞ্চয়করে

জলসংরক্ষণের উপায়	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
একটি খোলা পাত্রে/বালতিতে	৩৬.৬২	৩১.৮৩
ঢাকনা দিয়ে আবৃত একটি পাত্রে/বালতিতে	৬.৬৬	৬.৭৩
পানির ট্যাঙ্কে	৮.৫১	৪.৩৯
জলের সংরক্ষণ নেই	৪.৮২	৫৭.০৫

স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা

পাইলট এবং নমুনা গ্রামে যথাক্রমে প্রায় ৩৯.৪১% এবং ৩৮.৭১% মানুষ সঠিক স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের গুরত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। অন্যদিকে ৩৫.৯০% এবং ৩৩.৫৩ % মানুষ সঠিক স্যানিটেশনএবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের গুরত্ব সম্পর্কে সচেতন।

স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন অনুশীলন পরিবর্তনে প্রাথমিক বাধা

স্বাস্থ্যবিধি এবংস্যানিটেশন অনুশীলন পরিবর্তনে যে সকল বাধা রয়েছে, সেগুলো হলো

১) অনুশীলনের কৌশলগুলো জানার প্রতি মানুষের অনীহা;
২) মানুষ আচরণগত অভ্যাস পরিবর্তনে গুরত্ব দেয় না; এবং
৩) জ্ঞানের অভাব।

উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই মনে করেন যে স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশনের আচরণগত অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য আর্থিক বিষয় কোন বাধা নয়।

জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি

বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতা মূলককর্মসূচি যেমন, টিকাদান, স্যানিটেশন মাস, বিশ্ব টয়লেট দিবস ইত্যাদি এসব এলাকায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সারণী: জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি (টিকা, করোনা, ঘূর্ণিঝড়, ধর্মঘট, বিশ্ব জলদিবস, বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, স্যানিটেশন মাস, বিশ্ব শৌচাগার দিবস) পালনের হার

জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি হয়েছে	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
হ্যাঁ	৭৫.৪১	৬০.৬১
না	২৪.৫৯	৩৯.৩৯

জনসচেতনতা বৃদ্ধিও জন্য মাইক, পোস্টার, টিভি/রেডিও, মিটিং/মিছিল, এনজিও প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হয়।

সারণী: জনসচেতনতা বৃদ্ধিও কর্মসূচি পালনের জন্য ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যমের হার

যোগাযোগ মাধ্যমের ধরন	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
মাইকিং	৬৭.৯৪	৫৭.৯৮
পোস্টার	৫.৭২	৭.১৮
টিভি/রেডিও	২.৬২	৩.৯৩
সভা/শোভাযাত্রা	১০.৬৮	১২.৪৫
এনজিও	১০.৩৪	১৬.২৬
অন্যান্য	২.৬৯	২.২১

জনসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচির আয়োজক

জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগ্রামগুলি প্রধানত ইউনিয়ন পরিষদ, মসজিদ কমিটি এবং এনজিও দ্বারা সংগঠিত হয় (প্রায় ৬০%)। অন্যান্য সংগঠকদের নাম নিচের সারণীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণী: জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা

নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান	পাইলট গ্রাম (%)	নমুনা গ্রাম (%)
ইউনিয়ন পরিষদ	৫৯.৫৯	৬১.৩১
এনজিও	১৩.৩৮	২২.৬৩
মসজিদ কমিটি	২৫.৩২	১৩.৩৯
কমিউনিটি ক্লাব	১.২৫	২.০৮
অন্যান্য	০.৪৬	০.৫৯

ঙ. প্রচলিত পদ্ধতি ও কার্যক্রম (বিসিসি ও আইসি ম্যাটারিয়ালস)

ব্র্যাকের মাধ্যমে ১,০০০ পাবলিক হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন সহায়তাকারী যোগাযোগ উপকরণ প্রস্তুত করা

ব্র্যাক বাংলাদেশের পাবলিক হটস্পট, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি জনসমাগম, যেমন স্কুলের বাইরে, মসজিদ, বাজার এবং বাস টার্মিনাল ইত্যাদি স্থানে হাত ধোয়ার সুবিধা থাকা ও অভ্যাস বাড়ানোর জন্য ১০০০ হাত ধোয়ার স্থান তৈরী করেছে।

ছবিঃ ব্র্যাকেরহাত ধোয়ার স্টেশন

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হাত ধোয়ার অনুশীলনকে উৎসাহিত করার জন্য নির্দেশনামূলক পোস্টার তৈরী করা হয়েছে। এবং এসকল বার্তা সম্বলিত বোর্ডসমূহে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও পোস্টার এবং সাইনেজ, এবং একটি নভেল "রেডিও" ডিজাইন, নাটক, মাইকিং ঘোষণা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

ব্র্যাকের ৩.৫ লাখ শিক্ষার্থীকে হাত ধোয়ার কৌশল শেখানোর জন্য লাইফবয়ের মাধ্যমে প্রচারাভিযান

ব্র্যাকের সাথে অংশীদারিত্বে মাধ্যমে লাইফবয়, বাংলাদেশের ৭০০টি স্কুলে ৩.৫ লাখের বেশি শিক্ষার্থীকে কার্যকরভাবে হাত ধোয়ার কৌশল শেখানোর জন্য সপ্তাহব্যাপী 'এইচ ফর হ্যান্ড ওয়াশিং' ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল ছোটবেলা থেকেই শিশুদের অভ্যাস হিসেবে হাত ধোয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়া। প্রতিবছর, লাইফবয়, এক নম্বর হাইজিন সোপ ব্র্যান্ড হিসেবে, ১৫ অক্টোবরকে গ্লোবাল হ্যান্ড ওয়শিং ডে' হিসাবে উদযাপন করে যাতে সারাবিশ্ব জুড়ে মানুষের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

সূত্রঃ ডেইলি স্টার

<u>*ব্র্যাক ও ওয়াটসনের তৈরীকৃত নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানকারী পোস্টার*</u>

সূত্রঃ ব্র্যাক

উপোরোক্ত পোস্টারটি ব্র্যাক ও ওয়াটসনের যৌথ উদ্যোগে করা, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মাঠে বা কাজে যাবার আগে ও পরে কিভাবে হাইজিন বজায় রাখা যায়। এছাড়াও এই পোস্টারটি নিরাপদ পানির ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

মীনা কার্টুন

মীনা, ৯০-এর দশক থেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কার্টুন । মীনা চরিত্রের সাথে ছিল রাজু এবং মিঠু। এই কার্টুনসমূহ কিছু সংলাপমূলক অ্যানিমেশনের মাধ্যমে অনেক সামাজিক সমস্যা উন্মোচনে, সচেতনতা তৈরিতে করতে এবং সেই সমস্যাদির সমাধান দিতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই কার্টুন অ্যানিমেশন সিরিজটি তৈরী করেছিল ইউনিসেফ। হাত ধোয়াও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্য প্রচার ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ও এই সিরিজটি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে।

চ. টেকসই যোগাযোগ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ

একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গ্রহণ করা, সুবিধা বৃদ্ধি করে, হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে যোগাযোগ উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু বিসিসি ও আইসি ম্যাটারিয়ালস তৈরী করা হয়েছে। যেগুলোর অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তবে এসকল ম্যাটারিয়ালস প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌছানো পর্যন্ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অনেকাংশে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য এসকল যোগাযোগ উপকরণ সঠিক ফলদায়ক হয় না।

যে সকল চ্যালেঞ্জ গুলো তৈরী হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১. কমিউনিটি এনগেজমেন্ট তৈরী না হওয়া।
২. নতুনত্বের অভাব ও কৌশলগতভাবে প্রস্তুত না হওয়া।
৩. পর্যাপ্ত গবেষনা না হওয়া।
৪. ভাষার ব্যবহার ও প্রান্তিক পর্যায়ে বোধগম্যতা তৈরী করতে না পারা।
৫. নাটক, ছবি, সময় ও বাস্তবতার নিরিখে না হওয়া ইত্যাদি।

ছ. নমুনা বিসিসি ও আইসি ম্যাটারিয়ালস

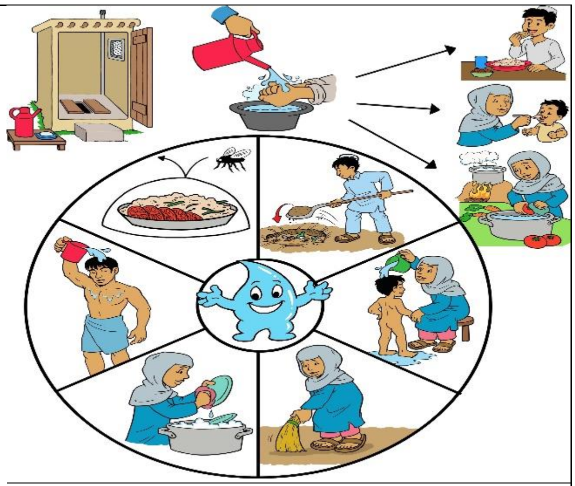

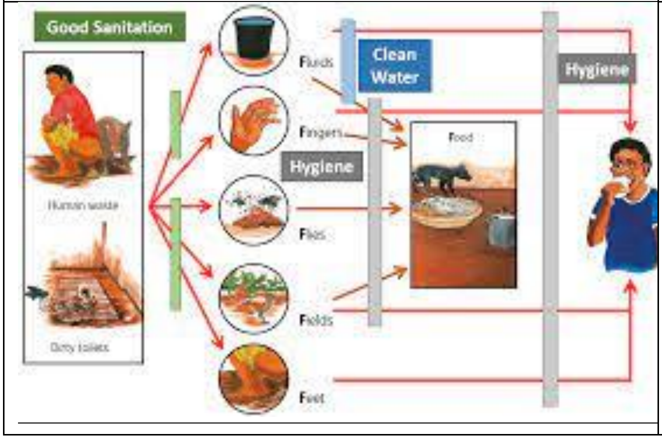

জ. সুপারিশসমূহ

টেকসই যোগাযোগ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. পাইলট কাযক্রমের মাধ্যমে এসকল প্রোগ্রাম যাচাই-বাছাই করা;
২. কমিউনিটির সঠিক এনগেজমেন্টের জন্য তাদের পর্যবেক্ষণ ও মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করা;
৩. নিত্য নতুন পোস্টার, লিফলিট, ছোটনাটক ও এডভারটাইজিং তৈরীতে মোনোযোগ দেয়া;
৪. কোন কিছু তৈরীর আগ পর্যাপ্ত গবেষণা ও মূল্যায়ন করার মাধ্যমে এসব যোগাযোগ উপকরণ হালনাগাদ করা;
৫. পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা;
৬. প্রতিটি ম্যাটিরিয়ালস এর জন্য ম্যানুয়াল তৈরীসহ পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা;
৭. এই ধরণের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট এবং নির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা।